Episode No. – 25

Global Warming and Food Security

নাটক – "চক্র"

- সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষে থেকে শ্রী দেবব্রত নাথ

চরিত্র :	১।	অশোক	–	চাকুরিজীবি, বয়স – ৪৫
	২।	সুশান্ত	–	চাকুরিজীবি, বয়স – ৪৪
	৩।	প্রথম সহযাত্রী	–	
	৪।	দ্বিতীয় সহযাত্রী	–	
	৫।	তৃতীয় সহযাত্রী	–	
	৬।	চতুর্থ সহযাত্রী	–	
	৭।	হকার (ছোলা বিক্রেতা)	–	
	৮।	ভ্যানরিক্সা চালক	–	

।। দৃশ্য – ১ ।।

দমদম জংশন।। সময় দুপুর ১টা।। স্টেশনের কোলাহল, হৈ চৈ, মাইকে ঘোষণা শোনা যায় – আপ কৃষ্ণনগর লোকাল তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে ...... ডাউন বনগাঁ লোকাল চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে ....

অশোক : কিরে ঐটাই তো ...... দু নম্বরে দাঁড়িয়ে আছে ....

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটাই ...... ছোট ছোট.........

অশোক : আর কত ছুটবো ...... উফ্.........চল চল.........

সুশান্ত : দাঁড়া দাঁড়া একবার জিজ্ঞেস করে নিই.........
[জনৈক যাত্রীকে] .... দাদা এই গাড়িটা কি হাসনাবাদ যাবে ?

যাত্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ যাবে।

সুশান্ত : তাড়াতাড়ি উঠে পড়।

অশোক : আরে ...... এইদিকে আয়, এই কামরাটায় ...... বসার জায়গা আছে।

[ট্রেন ছাড়ার শব্দ]

অশোক : আরেব্বাস্ একেবারে জানলার ধারে .... বোস্ বোস্ সুশান্ত।

সুশান্ত : ওফ্ .... বয়স হলে কি হবে, তোর ছেলেমানুষি গেলো না .... তুই বোস্ জানলার ধারে। আমি .... এই যে ...... বসলাম।

অশোক : আরে জানলার ধারে বসার মজাই আলাদা .... তা, এই যে

অনিন্দ্য বললো ট্রেনে খুব ভিড় হয় .....

সুশান্ত : আমিও তো ভয় পাচ্ছিলাম ..... যাক্ বাঁচা গেলো, বসতে পেলাম।

প্রথম সহযাত্রী : আপনারা কি এই পথে প্রথম ?

অশোক : তা বলতে পারেন ..... দু-একবার গ্যাছি তবে সে বহুদিন আগে।

সুশান্ত : আমি কিন্তু এক্কেবারে নতুন এ পথে।

প্রথম সহযাত্রী : আসলে ভিড়টা হয় বিকেল পাঁচটার পর থেকে।

অশোক : খুব ভিড় না।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : ভিড় বলতে ভিড় ..... শিয়ালদা থেকেই ওঠা দায় .....

প্রথম সহযাত্রী : তা আপনারা কোথায় নামবেন ?

সুশান্ত : একদম শেষ – হাসনাবাদ।

অশোক : দাদা কেমন সময় লাগবে হাসনাবাদ পৌঁছাতে ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : এই ধরুন ঠিকঠাক চললে ঘণ্টা আড়াই।

অশোক : আপনারাও কি হাসনাবাদ ?

প্রথম সহযাত্রী : আমি কিছুটা আগে নামবো ..... বসিরহাট

দ্বিতীয় সহযাত্রী : আমি আছি আপনাদের সাথে হাসনাবাদ পর্যন্ত।

সুশান্ত : বাহ্ বাহ্ সময়টা তাহলে ভালোই কাটবে আপনাদের সাথে।

অশোক : যা বলেছিস্ .....।

প্রথম সহযাত্রী : তা আপনারা কি কোনো কাজে চললেন ?

অশোক : কাজে ..... না, না, এই একটু ঘুরতে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : তাহলে নিশ্চয় আজ আর ফিরছেন না ?

অশোক : না, না, দিন দুই থাকার ইচ্ছে আছে।

প্রথম সহযাত্রী : ঘুরে আসুন ও দিকটা ভালো লাগবে বলেই মনে হয় শহুরে মানুষ আপনারা।

সুশান্ত : সেই জন্যই তো যাওয়া, তাছাড়া ইছামতি নদীটাও দেখা হবে ..... ইছামতি ..... নামটা আমার বড় ভালো লাগে।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : উঠবেন কোথায় আপনারা ?

অশোক : আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : হাসনাবাদের কোথায় আত্মীয়ের বাড়ি ?

অশোক : বরুণহাট।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : বরুণহাট ? তাহলে তো আপনাদের নদী পার হতে হবে।

অশোক : হ্যাঁ সেটা উনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা নদী পার হয়েও তো শুনলাম কিছুটা যেতে হবে। তাও ওপারে যানবাহন কি কিছু পাবো ? আসলে আমাদের আগের গাড়িটা ধরার কথা ছিল, হয়ে উঠলো না।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : অবশ্যই পাবেন। অটো আছে, ভ্যানরিক্সা আছে, ভ্যানো আছে।

সুশান্ত : ভ্যানো ! সেটা আবার কি বস্তু ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : বস্তু !..... হা্ হা্ হা্ যা বলেছেন ..... বস্তুই বটে।

সুশান্ত : না, মানে ..... ঐ কি যে বললেন ... না.....

প্রথম সহযাত্রী : ভ্যানো .....।

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভ্যানো, তা সেটা কি ধরনের যানবাহন।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : রিক্সা ভ্যান দেখেছন নিশ্চয়।

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই দেখেছি।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : ভ্যানো হলো যান্ত্রিক রিক্সাভ্যান, মানে রিক্সাভ্যানে মোটর লাগানো আর কি।

অশোক : রিক্সা ভ্যানে মোটর লাগানো ?

প্রথম সহযাত্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ধরুন বাতিল মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন, আর ব্রেক লাগানো রিক্সা ভ্যান।

সুশান্ত : অদ্ভুত তো .....

দ্বিতীয় সহযাত্রী : একবার স্বচক্ষে দেখুন আরও অদ্ভুত লাগবে।

সুশান্ত : তা এই ভ্যানো ..... এগুলো কোথায় তৈরি হয় ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : কোথায় আবার ওখানেই, এ এক্কেবারে নিজস্ব প্রযুক্তি মশায়। বাঙালির মাথা বলে কথা।

অশোক : তা এই ভ্যানো চলে কিসে ..... ডিজেল্ ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : কেরোসিন আর ডিজেল মেশানো ..... কাটা তেল বলে স্থানীয় লোক।

সুশান্ত : সে আবার কি ! তার ওপর বলছেন পুরনো বাতিল গাড়ির ইঞ্জিন, তাহলে তো মারাত্মক দূষণ ছড়াবে।

প্রথম সহযাত্রী : ছড়াচ্ছে তো ..... ভ্যানোর ধোঁয়াই শুধু নয় বিকট শব্দে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : আসলে কি জানেন, মানুষের রুজি রোজগারের দায়টা এতো বেশী যে এর কাছে এসব দূষণ – টুষ্কের কথা অর্থহীন হয়ে যায় .....।

সুশান্ত : এটাই তো সমস্যা ..... বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে আমাদের মতো গরীব দেশে তাৎক্ষনিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে মানুষ ভবিষ্যতের সর্বনাশের কথা ভুলে যাচ্ছে।

প্রথম সহযাত্রী : গাড়ি বারাসাত ঢুকছে।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : এবার একটু ভিড় হবে।

[ট্রেনে নতুন যাত্রীদের প্রবেশের শব্দ]

তৃতীয় সহযাত্রী : দেখি্, দেখি্ দাদা ..... পাটা একটু সরান..... ঝুড়িগুলো রাখি..... অ্যায় অ্যায় এই যে..... নিন এবার বসেন আরাম করে।

চতুর্থ সহযাত্রী : এখানে আয় আর একটা সিট্ হয়ে যাবে মনে হয় ..... দেখি দাদা একটু চেপে বসেন.....।

[ট্রেন ছাড়ার শব্দ]

অশোক : তুমি যেটা বলছিলে..... সুশান্ত..... ভুল বলেনি খুব একটা। আজকের প্রয়োজন মেটানোর দায়ে মানুষ কালকের সর্বনাশের কথা ভুলে যাচ্ছে। তবে আমার মনে হয় একটা ব্যাপার তোমার বেশ বড়সড় ভুল হচ্ছে.....

সুশান্ত : ভুল ? কোথায় বলতো ?

অশোক : এই যে তুমি বললে না দূষণের ব্যাপারে আমাদের মতো গরীব দেশের মানুষের কথা .....

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয় ..... বেঁচে থাকার লড়াইটা এদের এতটাই তীব্র যে দূষণের মত বিষয় নিয়ে ভাবনা তাদের কাছে তো নিতান্তই বিলাসিতা..... এই যে ধরো এই ভ্যানো বলে যে অদ্ভুত গাড়িটার কথা আমরা শুনলাম, তো সেই গাড়িটা যারা তৈরি করছে, যারা চালাচ্ছে, আর যারা সেই গাড়িটা ব্যবহার করছে তারা তো মনে হয় বাধ্য হয়েই এটা করছে। হয়তো সামান্য হলেও তাদের মধ্যে কয়েকজন দূষণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিন্তু নিরুপায় হয়েই এটা করছে। আবার ধরো কলকাতা শহরে এখনও যারা কয়লার উনুনে রান্না করছে, দূষণহীন জ্বালানি ব্যবহারের সামর্থ্যের অভাবেই তো করছে তাই নয় কি ? আর এরকম উদাহরণ তো আমাদের দেশে ভুরি ভুরি আছে..... তাই নয় কি ?

অশোক : তোমার কথার মধ্যে যুক্তি তো অবশ্যই আছে। অস্বীকার করছিনা, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল দূষণের ব্যাপারে অনুন্নত অর্থাৎ গরীব, উন্নত বা উন্নয়নশীল সব দেশের মানুষের ভূমিকাই কিন্তু নেতিবাচক।

প্রথম সহযাত্রী : ঠিক বলেছেন, আমার কি মনে হয় জানেন.....

সুশান্ত : বলুন, বলুন .....

প্রথম সহযাত্রী : অনুন্নত, গরীব দেশের মানুষেরা নিরুপায় হয়ে দূষণের ভাগীদার হচ্ছে আর উন্নত দেশের, ধনী দেশের মানুষেরা সেটা করছে আরও বেশী সবাছন্দ্য, আরও বেশী আরাম, বিলাসের জন্য।

অশোক : একশভাগ ঠিক কথা বলেছেন, তবে মজার ব্যাপার কি জানেন বিভিন্ন ধরনের আর্থিক শ্রেণীভূক্ত দেশগুলোর মধ্যেই শুধু নয়, একই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরাও ঠিক একই আচরণ করছে।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

অশোক : আচ্ছা চেষ্টা করছি ..... এই ধরুন কয়লার উনুন বা কাঠের উনুন ব্যবহার করে যারা দূষণ ছড়াচ্ছে তারা নিশ্চয় কম দূষণকারী বা

দূষণহীন জ্বালানি ব্যবহারের সমর্থ নই, অন্যদিকে দূষণহীন জ্বালানি ব্যবহারে সক্ষম মানুষের একটা অংশ আমার মোটরগাড়ি, বাতানুকূল যন্ত্র ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহারে একই রকম বা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী দূষণ ঘটাচ্ছে।

প্রথম সহযাত্রী : ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছিলাম, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষেই আমরা পৃথিবীটাকে আরও আরও দূষিত করে চলেছি.....

দ্বিতীয় সহযাত্রী : মানে একদল নিরুপায় হয়ে আর অন্য দল আরও স্বাছন্দ্য, আরও আরাম আর বিলাসিতার লক্ষ্যে একই কাজ করে চলেছে.....

সুশান্ত : আর পৃথিবীটা রসাতলে যাচ্ছে।

অশোক : সে আর বলতে, দেখছ না দিন দিন কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় ধুলোয় , ধোঁয়ায় আর শ্বাস নিতে পারবো না। দূষণে এখন কলকাতা তো দিল্লী কেও টক্কর দিচ্ছে শুনলাম।

সুশান্ত : ভালোই হল ..... উফ্ দুটো দিন একটু প্রাণ খুলে শ্বাস নেওয়া যাবে – মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস।

প্রথম সহযাত্রী : আপনার কথাটা ভুল নয়, কিন্তু.....

সুশান্ত : কিন্তু ..... কি ?

প্রথম সহযাত্রী : বড় শহরের মত এতটা করুন না হলেও গ্রাম ও মফস্বলও কিন্তু খুব একটা স্বস্তিতে নেই। যাচ্ছেন তো ওদিকটায় একটু ঘোরাফেরা করুন, মানুষগণের সাথে কথা বলুন, দেখবেন গ্রামও ভালো নেই।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : গ্রাম, মফস্বল, শহর দূষণের বিষ তো এখন সর্বত্র। আগে পত্র – পত্রিকা খবরের কাগজে পড়তাম আর আজকাল তো নিজেরাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

প্রথম সহযাত্রী : যা বলেছেন ..... বাতাসে, খাবারে, জলে ..... কোথাই নেই। মাথাটা খারাপ খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে ভাবি কি খায় – আজ এই চ্যানেলে দেখায় এই খাবারে বিষ তো কাল ঐ চ্যানেলে দেখাচ্ছে ঐ খাবারে বিষ। জলটা খেতে গেলেও তো মশায় চিন্তা হয় কি জানি কি মিশে আছে।

তৃতীয় সহযাত্রী : জল ..... বাবু, সে আর কি বলবো। এই দ্যাখেন হাতের পায়ের কি অবস্থা।

অশোক : আরে, আরে, দেখি দেখি কি হয়েছে এগুলো আপনার পায়ে, হাতে।

তৃতীয় সহযাত্রী : শুধু কি আমার পায়ে, হাতে, এই দেখুন হরির পায়ে (চতুর্থ সহযাত্রীকে দেখিয়ে) ..... যদিও ওর সবে শুরু হয়েছে.....

চতুর্থ সহযাত্রী : আর্সেনিক না কি যেন বলে ডাক্তারেরা।

সুশান্ত : কি ভয়ঙ্কর, আর্সেনিক.....

তৃতীয় সহযাত্রী : শুধু আমাদের দুজনের কেন? যান না একবার আমাদের ওদিকে, কতলোকের যে এই অবস্থা, মরেই গেলো কত লোক?

অশোক : থাকেন কোথায় আপনারা?

তৃতীয় সহযাত্রী : দেগঙ্গা।

অশোক : কি করেন?

তৃতীয় সহযাত্রী : কি আবার, এই সামান্য চাষবাস। এই ঝুড়িগুলো দেখলেন না, ওতে করেই তো সব্জি আনি বারাসাত বাজারে।

সুশান্ত : কি ভয়ঙ্কর, জল থেকেই তো ছড়ায় আর্সেনিকের বিষ, তাই না।

প্রথম সহযাত্রী : বলছিলাম না একটু আগে, জলটা খেতেও তো ভয় করে.....

দ্বিতীয় সহযাত্রী : অবশ্য পানীয় জলের সমস্যা আজকাল অনেকটাই মিটেছে। বহু এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করছে পঞ্চায়েত বা পৌরসভাগুলি।

অশোক : আর চাষের জল?

প্রথম সহযাত্রী : সমস্যাটা তো সেখানেই। বৃষ্টির আর সেচের জলে তো প্রয়োজন মিটছে না...

দ্বিতীয় সহযাত্রী : ফলে যা হওয়ার সেটাই হচ্ছে.....

অশোক : মানে.....?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : অমৃতের বদলে এবার বিষ উঠে আসছে পাতাল থেকে।

তৃতীয় সহযাত্রী : মাটির নিচের জলেরও তো একটা সীমা আছে বাবু..... শ্যালো দিয়ে জল তুলে তুলে এমন অবস্থা ..... যত দিন যাচ্ছে মাটির নিচের জল আরও কমে যাচ্ছে..... আরও পাইপ লাগিয়েও অনেক সময় কাজ হচ্ছে না।

চতুর্থ সহযাত্রী : শুনি তো এই সব কারণেই এই আর্সেনিকের বিষ উঠতে শুরু করেছে।

তৃতীয় সহযাত্রী : বিশ-পঁচিশ বছর আগেও তো এসব উৎপাত ছিলনা। আমাদের বাপ-দাদারা তো দিব্যি চাষবাস করে গেছে।

সুশান্ত : শ্যালোটা কি ?

তৃতীয় সহযাত্রী : জল তোলার যন্ত্র।

প্রথম সহযাত্রী : আসলে চাষের কাজে ব্যবহৃত অগভীর নলকূপকেই স্থানীয় মানুষেরা শ্যালো বলে।

অশোক : তাহলে তো শাক্, সব্জি বা ধানেও আর্সেনিক দূষণ হচ্ছে.....

তৃতীয় সহযাত্রী : শুধু কি তাই বাবু.....

অশোক : মানে?

তৃতীয় সহযাত্রী : বিষ তো শুধু জলে নয়.....

সুশান্ত : তবে.....?

তৃতীয় সহযাত্রী : তবে আর কি, বিষ দিয়েই তো চাষ করি?

অশোক : সে কি ?

চতুর্থ সহযাত্রী : কি জানেন বাবু, মাঝে মাঝে খুব দুঃখ লাগে। আমরাই তো জানি কি সাংঘাতিক বিষাক্ত পোকা-মারার তেল, আর সার দিয়ে চাষ করতে হচ্ছে।

সুশান্ত : পেস্টিসাইডের কথা বলছে.....

তৃতীয় সহযাত্রী : তাতেও কি রক্ষে আছে, দিন্ দিন্ ফলন কমছে। সংসারই চলে না বাবু। তবু করে যাচ্ছি.....

চতুর্থ সহযাত্রী : হ্যাঁ (দীর্ঘ শ্বাস ফেলে)..... আর কিই বা করবো।

অশোক : তা জেনে শুনেও এত বিষ ব্যবহার করছেন কেন আপনারা?

তৃতীয় সহযাত্রী : ঐ যে বললাম না আমাদের আর কোন উপায় নেই..... যত দিন যাচ্ছে মাটির জোর কমছে, পোকামাকড়ের উৎপাত বাড়ছে, এই বৃষ্টি তো এই দ্যাখো টানা গরম..... আকাশেরও আর মাথা মুণ্ডু ঠিক নেই.....দুটো খেয়ে পড়ে বাঁচতি গেলি তো চাষবাসই করতি হবে.....

চতুর্থ সহযাত্রী : ঐ বিষ তো আমরাও খাচ্ছি.....জেনেশুনেই খাচ্ছি।

সুশান্ত : জলবায়ু দ্রুত পাল্টাচ্ছে।

অশোক : গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফল।

প্রথম সহযাত্রী : বিশ্ব উষ্ণায়ন, খুব শুনছি কথাটা আজকাল।

সুশান্ত : শুনছির পর্যায় আর নেই দাদা.....

দ্বিতীয় সহযাত্রী : হা, হা, যা বলেছেন দাদা.....হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি .....কি বলেন?

অশোক : সে আর বলতে..... এনাদের কথা থেকেই তো আন্দাজ পাওয়া গেলো কি সাংঘাতিক অবস্থা চাষবাসের।

প্রথম সহযাত্রী : সাধে কি আর বলছিলাম ..... খাবার তো দূরের কথা, মাঝে মাঝে জলটা খেতেও ভয় হয়।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : কি আর করা যাবে বলুন, বেঁচে বর্তে থাকতে গেলে তো খাবার বা জল কোনটাই বাদ দেওয়া চলে না.....

তৃতীয় সহযাত্রী : সেটাই তো বলছিলাম বাবু..... কি আর করার আছে। এই সব তেল, সার..... সবই বিষ..... কিন্তু ওছাড়া তো চাষও হবে না.....

চতুর্থ সহযাত্রী : তাতেও তো দিন দিন ফলন কমতেছে। চাষে আর লাভ কোথায় বলুন দিখি্..... মাঝে মাঝে মনে হয় জমি জিরেত যা সামান্য আছে বেচি দে..... শহরে গে কোনো কাজ নি।

প্রথম সহযাত্রী : এই আর এক সমস্যা.....

অশোক : মানে?

প্রথম সহযাত্রী : চাষের জমি এত দ্রুত হারে কমছে চোখে না দেখলে আপনাদের বিশ্বাস হবে না।

সুশান্ত : চাষের জমি কমছে ! কারণটা কি ?

প্রথম সহযাত্রী : খুব সহজ..... বাড়ি ঘর তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : রাতারাত সব পাল্টে যাচ্ছে..... এত মানুষ যে কথা থেকে আসছে কে জানে ?

অশোক : এতো খুব আশঙ্কার কথা। এমনিতেই তো শুনলাম ফলন কমছে..... অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা..... এতো মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা তো মুখের কথা নয়।

তৃতীয় সহযাত্রী : চল্ রে ওঠ.....

চতুর্থ সহযাত্রী : হ্যাঁ, চল্..... দেখি বাবু ঝুড়িগুলা..... এই যে ..... ঠিক আছে।

তৃতীয় সহযাত্রী : তাহলে আসি বাবু ..... নমস্কার।

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন..... নমস্কার।

অশোক : এটা কোথায় এলো ?

প্রথম সহযাত্রী : ভাসিলা।

সুশান্ত : বেশ নামটা না।

[হকারের কণ্ঠ – চাই সেদ্ধ ছোলা]

অশোক : কি রে সুশান্ত..... শুনলি ..... তোর সেই সেদ্ধ ছোলা।

সুশান্ত : হ্যাঁ রে, ডাকি তাহলে ? তুই খাবি তো ?

অশোক : নে অল্প করে।

সুশান্ত : ও ভাই..... হ্যাঁ, হ্যাঁ এদিকে এসো তো..... (প্রথম ও দ্বিতীয় সহযাত্রীর উদ্দ্যেশে) আপনাদের জন্য নিই।

প্রথম ও দ্বিতীয় সহযাত্রী (সমস্বরে) : না, না, ঠিক আছে আপনারা খান।

অশোক : কেন, ভয় ?

প্রথম সহযাত্রী : হা, হা, হা, হা..... না না ভয় নয়।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : ভয়, তৈয় করে আর কি হবে। আসলে আমরা নিত্যযাত্রী তো..... ট্রেনের মুখরোচক খাবার খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে হয়ে গেছে।

সুশান্ত : তবুও..... আমাদের সঙ্গে না হয় আর একবার খেলেন।

প্রথম সহযাত্রী : ঠিক আছে নিন অল্প করে -

সুশান্ত : দাও ভাই চার জায়গায়..... ভালো করে বানাবে কিন্তু

ছোলা বিক্রেতা : একবার খেয়ে দেখুন..... আবার চাইবেন..... এই যে আসুন.....

অশোক : হ্যাঁ হ্যাঁ দাও..... আচ্ছা কত হল ! ভাই

ছোলা বিক্রেতা : কুড়ি টাকা।

সুশান্ত : না, না, অশোক এটা ঠিক নয় একদম। রাখো, রাখো, আমি দিচ্ছি। কুড়ি টাকা না ? এই যে নাও ভাই।

অশোক : বাঃ বেশ খেতে তো।

সুশান্ত : দেখলি তোকে তো বলেছিলাম না, সেদ্ধ ছোলা খেতে হলে ট্রেনে খেতে হয়।

প্রথম সহযাত্রী : হ্যাঁ, এরা ভালোই বানায়।

অশোক : হ্যাঁ, দারুণ। আচ্ছা সুশান্ত.....

সুশান্ত : হ্যাঁ বল।

অশোক : তোর কি ছোলা খেতে খেতে একবারও মনে হচ্ছে এগুলো তে কি বিষ আছে কি জানি, বা এরকম কিছু ?

সুশান্ত : একেবারে যে মনে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কি আর করা যাবে বল।

প্রথম সহযাত্রী : যা বলেছেন, সেভাবে দেখতে গেলে কিছুই তো আর পুরোপুরি নিরাপদ নয়.....

দ্বিতীয় সহযাত্রী : হ্যাঁ বেশী ভাবতে গেলে তো না খেয়েই থাকতে হবে।

অশোক : সে তো ঠিকই না খেয়ে তো আর বাঁচা যায়না।

সুশান্ত : কিন্তু যা শুনছি তা থেকে তো আর খাদ্যের মান শুধু নয়, এখন তো মনে হচ্ছে খাদ্যের সরবরাহেও টান পড়বে।

প্রথম সহযাত্রী : পড়ছেই তো ..... দেখছেন না দিন কে দিন কি ভাবে দাম বাড়ছে খাবার দাবারের.....।

অশোক : এই একটা বড় আশঙ্কার জায়গা। এমনিতেই আমাদের দেশের বহু মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, বিশেষ করে শিশুরা। এইভাবে যদি ক্রমাগত খাদ্যের সরবরাহে টান পড়ে আর পাল্লা দিয়ে দাম বাড়তে থাকে তাহলে তো নতুন করে আরও বহু মানুষ দুবেলা দুমুঠো খাবার পাবেনা। সুষম আহারের কথা না হয় বাদই দিলাম।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : শুধু ধান, গম, শাক-সব্জি, ফলের উৎপাদনই নয় বাজারে তো যান লক্ষ্য করে দেখবেন মাছের সরবরাহও কি ভাবে কমছে।

সুশান্ত : ভালো মাছ তো এমন বিলাসিতার পর্যায়ে চলে গ্যাছে।

প্রথম সহযাত্রী : হবেই না বা কেন ? দূষণে দূষণে নদী গুলোর তো নাভিশ্বাস উঠছে। এই যে আপনারা যেদিকটায় যাচ্ছেন দেখবেন বহু মাছের ভেড়ি আছে তো সেখানেও তো প্রায়ই মড়ক লেগে মাছ চাষের দফারফা হচ্ছে।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : সমুদ্র গুলোও শুনছি দূষণ দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা। এই তো সেদিন টি.ভি তে দেখলাম..... উফ্ কীভাবে মৃত তিমির পেট থেকে রাশি রাশি প্লাস্টিক ব্যাগ পাওয়া গেছে।

অশোক : আর দেখবেন, কি নির্বিচারে আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে তিমি, হাঙর এসবের হত্যা চলছে। এই তো মরসুম শুরুর আগেই কি ভাবে ছোটো ছোটো ইলিশগুলো ধরা হচ্ছে।

সুশান্ত : গঙ্গার ইলিশ তো ডোডো পাখির মতো ভ্যানিশ হয়ে গেছে..... ওহ কি স্বাদ ছিল সে মাছের।

প্রথম সহযাত্রী : আর স্বাদ..... এমন তো পেট ভরানোর জন্যই খাওয়া..... এই যে টাকির পাপাল..... কোন ছোটবেলায় খেয়েছি। দু-একবার..... উফ্ অমৃত মশায়.....অমৃত। এখন আর সে স্বাদ কোথায়..... সবই তো নকল।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : স্বাদ আর আসবে কোত্থেকে..... খেজুর গাছ আর কোথায়। সব তো কেটে কুটে ইট ভাটার জ্বালানি হচ্ছে। আর যে কটাই বা আছে সে শীত কোথায় যে খেজুর রসে স্বাদ আসবে।

অশোক : উষ্ণতায়নের ফলে জলবায়ুতেই তো সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

সুশান্ত : হ্যাঁ, ঐ চাষিভাই বলছিল না, আকাশের মাথা মুণ্ডু আর ঠিক নেই।

অশোক : অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, সামুদ্রিক ঝড়..... এসব মিলে মিশে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

প্রথম সহযাত্রী : কোনো রাস্তা কি নেই ?

অশোক : দেরী হলেও তো মনে হয় সব রাস্তা এখনও বন্ধ হয়নি।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : দূষণরোধ করাই মনে হয় একমাত্র রাস্তা।

সুশান্ত : একদম ঠিক বলেছেন, ওটাই একমাত্র রাস্তা।

প্রথম সহযাত্রী : আচ্ছা দাদা আসি তাহলে.....

অশোক : বসিরহাট পৌঁছে গেলাম ?

প্রথম সহযাত্রী : হ্যাঁ, এসে গেলাম, এতটা পথ বেশ চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। ভীষণ ভালো লাগলো। আসি নমস্কার।

অশোক ও সুশান্ত (সমস্বরে) : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন, আসুন, নমস্কার।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : আমরাও আর অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবো।

অশোক : ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, এতটা পথ দিব্যি কথা বলতে বলতে পার হয়ে গেলো।

সুশান্ত : শুধা কথা, বেশ গুরুগম্ভীর কথা হল.....কি বলো ? হা, হা।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগলো। বেশ সমৃদ্ধ হলাম।

অশোক : তা বলতে পারেন.....

সুশান্ত : আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : এই তো প্রায় এসেই গেলাম। এবার একটু উঠে দাঁড়াবো ..... একটানা এতক্ষণ বসে বসে কোমর ধরে গ্যাছে।

সুশান্ত : যা বলেছেন..... উঠে পড়ি..... ওঠ্ অশোক তোর ব্যাগটা নে।

অশোক : Thank you ফ্রেন্ড..... চল দরজার দিকে যাওয়া যাক।

সুশান্ত : হ্যাঁ, চল।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : টাকি পার হয়ে গেলাম।

সুশান্ত : এবার কোন স্টেশন ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : এইতো এবার হাসনাবাদ ঢুকছি।

অশোক : সবশেষে.....

সুশান্ত : আরে এতো প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়লাম।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : চলুন, চলুন, নামা যাক।

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন, আয় অশোক।

[সঙ্গীত]

দ্বিতীয় সহযাত্রী : চলুন আপনাদের নদীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

অশোক : না, না, ঠিক আছে আমরা চলে যাবো, আপনি আবার শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন।

দ্বিতীয় সহযাত্রী : ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন, এতে কষ্টের কি আছে ? আপনারা তো আমাদের অতিথি।

সুশান্ত : অজস্র ধন্যবাদ। কোনদিকে যাবো ?

দ্বিতীয় সহযাত্রী : এইতো এদিক দিয়ে আসুন। ঐ সামনেই দেখা যাচ্ছে ঘাট। সামান্য পথ.....

অশোক : হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন চলুন।

[সঙ্গীত]

দ্বিতীয় সহযাত্রী : এই যে এসে গেলাম। ঐ দেখুন ডানদিকে টিকিট ঘর।

সুশান্ত : ঐ টা না.....আচ্ছা..... ঠিক আছে দাদা.....

দ্বিতীয় সহযাত্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটাই..... ভীষণ ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে। আসি তাহলে ? নমস্কার

অশোক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন..... নমস্কার, ভালো থাকবেন।

সুশান্ত : তুই দাঁড়া অশোক আমি টিকিট কেটে আনি।

অশোক : হ্যাঁ যা.....

[সঙ্গীত]

অশোক : টিকিট পেলি ?

সুশান্ত : হ্যাঁ চল, ঐ জেটিটা দিয়ে..... ঐ যে দ্যাখ লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে..... চল্ চল্ ওটাই যাবে।

অশোক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল..... সাবধানে..... দ্যাখ জেটিটা নড়বড় করছে।

সুশান্ত : আমাকে নিয়ে চিন্তা নেই.....চল্

অশোক : ঐ যে ..... ঐ দ্যাখ বসার জায়গা..... আয়..... দ্যাখ এখন মনে হয় ভাঁটা চলছে।

সুশান্ত : হ্যাঁ ভাঁটাই হবে, নদীর জল তো অনেকটা নেমে গেছে দেখছি। তাই তুই কি করছিস বলতো মোবাইলটা নিয়ে ?

অশোক : বলছি, বলছি সবুর কর।

[লঞ্চের ঘণ্টা বাজার শব্দ]

সুশান্ত : কি রে , কি দেখছিস্ ফোনে..... অফিসের মেল নাকি..... উফ্ ঘুরতে এসেও অফিস।

অশোক : না রে..... অফিসের কিছু না..... একটু অপেক্ষা কর বলছি।

সুশান্ত : আর কি করা যাবে, আমি একাই নদী দেখি।

[লঞ্চ ছাড়ার শব্দ, অন্যান্য যাত্রীদের কোলাহল, লঞ্চ চলার শব্দ]

সুশান্ত : বেশ লাগছে বুঝলি অশোক, তবে নদীটা তো খুব একটা চওড়া নয়..... কি রে ?

অশোক : ও হ্যাঁ.....হ্যাঁ, কিছু বললি?

সুশান্ত : পারিস বটে.....এখনও যে কি করছিস্ ফোনটা নিয়ে ভগবান জানে.....

[সঙ্গীত]

সুশান্ত : আরে এতো চলে এলাম..... কি রে অশোক তোর হল ফোন দেখা?

অশোক : হ্যাঁ হ্যাঁ, এসে গেলাম না, চল্ চল্

সুশান্ত : কোন জগতে যে ছিলি কে জানে, চল জেটি দিয়ে উঠতে হবে।

অশোক : বলছি চল্ কোন জগতে ছিলাম।

সুশান্ত : ঐ দ্যাখ অশোক ভ্যান রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে..... আরে আরে ঐ দ্যাখ..... কি ধোঁয়া রে বাবা, ঐ দ্যাখ অশোক।

অশোক : আরে ঠিক বলেছিস..... বাব্বা কি উদ্ভট জিনিস না, শব্দটা শুনেছিস..... কি বিকট রে..... না কোনও সন্দেহ নেই এটাই সেই ভ্যানো। কি রে চাপবি না কি ওটাতে?

সুশান্ত : তুই ক্ষেপেছিস্..... চল্ ঐ ভ্যান রিক্সাটাকে ধরা যাক..... অটো তো দেখছিনা একটাও।

অশোক : ভ্যানরিক্সাই ভালো..... যাই হোক না কেন ইকো ফ্রেন্ডলি তো তাই না?

সুশান্ত : যা বলেছিস।

অশোক : এই যে ভাই যাবে না কি !

ভ্যানরিক্সা চালক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন আসুন ..... কোথায় যাবেন ?

অশোক : বরুণহাট, দাঁড়াও দাঁড়াও কি যেন বলেছিলেন কাকু..... বরুণহাট বটতলা, নিখিল বিশ্বাসের বাড়ি..... যাবে।

ভ্যানরিক্সা চালক : নিখিল বিশ্বাস ? ..... ও আচ্ছা, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি..... মাস্টারমশাই..... হ্যাঁ, হ্যাঁ যাবো তো, উঠে পড়ুন।

অশোক : আয় সুশান্ত..... বসা যাক।

সুশান্ত : এই যে বসা গ্যালো..... বেশ মজা লাগে জানিস রিক্সাভ্যান চাপতে।

অশোক : আমারও তো বেশ লাগে, তা এবার শোন আমি ফোনে কি দেখছিলাম।

সুশান্ত : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল্, বল্.....

[ভ্যানরিক্সা চলার শব্দ]

অশোক : জানিস্ সুশান্ত ট্রেনের আলোচনাগুলো মাথা থেকে যাচ্ছিলো না.....

সুশান্ত : যাবে কি করে, মাথা খারাপ হওয়ার মতোই তো অবস্থা রে..... অস্বীকার করবো না আমার মাথাতেও বিষয়টা বেশ ঘুরপাক খাচ্ছে।

অশোক : তুই যখন লঞ্চের টিকিট কাটতে গেলি, তখন একবার নেটটা খুললাম ফোনে, ভাবলাম দেখা যাক এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় কি না।

সুশান্ত : কিছু পেলি ?

অশোক : পেলাম মানে ! অজস্র রিপোর্ট, গবেষণা পত্র, তথ্য..... কি নেই। কিন্তু এইভাবে এইখানে তো সেসব পড়া সম্ভব নয়।

সুশান্ত : সেতো ঠিক..... তোর কথায় আমারও কৌতূহল বাড়ছে..... দেখি বাড়ি ফিরে পড়াশুনা করতে হবে।

অশোক : আমাকেও। আমিও সব রিপোর্ট আর তথ্যগুলো খুঁটিয়ে পড়তে চাই। তবে কি জানিস একটু চোখ বুলিয়ে যা বুঝলাম, অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ।

সুশান্ত : তাই না ?

অশোক : হ্যাঁ রে, বিশ্ব উষ্ণায়ণ ব্যাপারটা তো আজ আর গবেষণাপত্রে সীমাবদ্ধ নেই..... আমরা সবাই সেটা টের পাচ্ছি আর তার কুপ্রভাব তো সর্বত্র পড়ছে।

সুশান্ত : তাহলে কি খাদ্য সংকট অনিবার্য।

অশোক : শোন খাদ্য সংকট ব্যাপারটা চিরকাল ছিল বিশেষ করে বিশ্বের

গরীব দেশগুলোতে বা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের একটা বড় অংশের মধ্যে..... কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন আর তার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন যেটা ঘটাচ্ছে সেটা আরও ভয়ঙ্কর.....।

সুশান্ত : উৎপাদনে.....

অশোক : হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, জলবায়ুর পরিবর্তন খাদ্য উৎপাদনের একদম মূলে আঘাত করছে আর আর ফলে পুষ্টিকর বা সুষম খাদ্যের অভাব, অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধিই শুধু নয় নানা ধরনের মারাত্মক আর্থসামাজিক ও পরিবেশজনিত সমস্যা তৈরি করছে যা এবার দূষণ ও উষ্ণায়ন বৃদ্ধিতে অনুঘটকের কাজ করছে।

সুশান্ত : রোজই তো কাগজে কৃষকদের আত্মহত্যার খবর শুনছি।

অশোক : খুব স্বাভাবিক..... শুনলি না ট্রেনের চাষি ভাইয়ের কথা, আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা, সেচের অভাব, কীট পতঙ্গের আক্রমণ..... পুরো কৃষি ব্যবস্থাটাকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে। চাষবাস আর লাভজনক থাকছে না, চাষের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে - সেখানে বাড়ি ঘর তৈরি হচ্ছে। চাষি শহরে আসছে কাজ খুজতে।

সুশান্ত : কলকাতায় তো দেখছি ফুটপাতবাসীর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে।

অশোক : গ্রামীণ অর্থনীতিটাই তো ভেঙে পড়ছে, যাবে কোথায় এই মানুষগুলো। আবার দেখ শহরে এসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে তারা বাধ্য হচ্ছে।

সুশান্ত : নানা রোগব্যাধিতে পড়ছে .....

অশোক : হ্যাঁ আর সুষম খাদ্যের অভাবে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে না, দেশের মানবসম্পদের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বিপদ।

সুশান্ত : এতো দেখছি.....

অশোক : হ্যাঁ বলতে পারিস অশুভ-চক্র।

সুশান্ত : বেশ বলেছিস্ ..... অশুভ-চক্র। আচ্ছা এই অশুভ চক্র থেকে মুক্তি পাবে কি করে মানুষ ?

অশোক : দেখ্ পিছিয়ে যাওয়ার তো কোনও রাস্তা নেই ..... প্রকৃতির যেটুকু অবশিষ্ট আছে যে কোনো মুল্যে তা রক্ষা করতে হবে, আর উন্নয়নের চেনা ধ্বংসকারী পথ ছেড়ে নজর দিতে হবে সুস্থায়ি উন্নয়নে..... সবাই মিলেই এই লড়াইটা করতে হবে..... এটা এক দুজনের কাজ নয়।

সুশান্ত : ঠিক বলেছিস..... মানবতার ইতিহাসে এটাই সব থেকে বড় লড়াই.....

অশোক : প্রকৃতিকে আবার তার নিজস্ব ছন্দ ফিরিয়ে দিতে হবে.....

সুশান্ত : দাও ফিরে সে অরণ্য..... কি বলিস ?

অশোক : ঠিক বলেছিস.....

ভ্যানরিক্সা চালক : দাদা আমরা এসে গেছি।

অশোক : আয় সুশান্ত..... এসে গেছি..... মামারবাড়ি।

[সঙ্গীত]

- সমাপ্ত -